ছাত্রলীগের সম্মেলন

শেষ চমক হাসিনার

রিপোর্ট **জয়ন্ত আচার্য**

ছাত্রলীগের জাতীয় কেন্দ্রীয় কাউন্সিলের সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নেতা-কর্মীরা চাঙ্গা হয়ে উঠছে। কেন্দ্রীয় কমিটিতে পদ করে নিতে চলছে নানা মেরুকরণ, গ্রুপিং লবিং। সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। আগামী ৩ এপ্রিল সকালে পল্টনে বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। বিকালে মহানগর নাট্যমঞ্চে কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হবে। ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে কাউন্সিলেই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হবার কথা। ছাত্রলীগের ইতিহাসে কখনও গঠনতন্ত্রের এ ধারা অনুসরণ করা হয়নি। অতীতের ধারাবাহিকতায় এবারও আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলেও কেন্দ্রীয় নেতারা জানিয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি সাবেক ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের সঙ্গে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে আলোচনাও করেছেন। নির্ভরশীল সূত্র আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রায় নিয়ে ফেলেছেন বলে জানিয়েছে। নির্ভরশীল সূত্র জানিয়েছেন তিনি সভাপতি পদে বর্তমান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক পদে আন্তর্জাতিক সম্পাদক নজরুল

ইসলাম বাবুর নাম চূড়ান্ত বলে ভাবছেন। তবে আওয়ামী লীগ নেত্রী অন্য কোনো চমকও দিতে পারেন বলেও জানা গেছে। ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সাবেক ছাত্রলীগ কয়েকজন নেতা বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। বিভিন্ন মেরুকরণে বিভক্ত এসব নেতাদের সঙ্গে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীরা সর্বদা যোগাযোগ রেখে চলছে।

সম্মেলন : সংগঠনকে চাঙ্গা করতে

৪৭'র দেশ বিভক্তির পর দেশের প্রগতিশীল কয়েকজন ছাত্র নেতা মুসলিম ছাত্রলীগ গড়ে তোলে। পরে প্রথম কাউন্সিলে ছাত্রলীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়। ৫২'র ভাষা আন্দোলন, ৬৮'র ছাত্রসমাজের ১১ দফা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে ছাত্রলীগের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। '৭৫-এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর রাজনীতিতে বড় ধরনের আঘাত আসে। এসময় ছাত্রলীগের অগণিত নেতা-কর্মীদের গ্রেপ্তার করা হয়। তবে বিভিন্ন সামরিক সরকার বিরোধী আন্দোলন করে ছাত্রলীগ ঘুরে দাঁড়ায়। এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্রলীগ ছিল সামনের কাতারে। একানব্বইয়ের বিএনপি সরকারের আমলে ছাত্রলীগ বেশ সক্রিয় ছিল। তবে বিবদমান তিনটি গ্রুপের অন্তর্দ্বন্দ্বে তখনই ছাত্রলীগ নাজুক অবস্থায় পড়ে যায়। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় নেতা বাদল হত্যার পর ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আরো তীব্র হয়ে ওঠে। জহুরুল হল দখল করে নেয় ছাত্রলীগের থার্ড ওয়ার্ল্ড নামে পরিচিত মন্টু গ্রুপ। তখন গ্রুপটি জাতীয়তাবাদী ছাত্রলীগ নামে পরিচিতি লাভ করে। ছাত্রলীগের সকল কার্যক্রম তখন একমাত্র জগন্নাথ হলে সীমিত হয়ে পড়ে। সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে ছাত্রলীগ উত্তরপাড়ার হলগুলো দখলে তৎপর হয়। উত্তরপাড়ার হলগুলোতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য

'আমি চাই ছাত্রলীগ সম্মেলনের মাধ্যমে গতিশীল হোক। ভালো নেতৃত্ব আসুক। তবে আমার লোককে সাধারণ সম্পাদক করার চেষ্টা করছি এ অভিযোগ ঠিক নয়'
আব্দুল জলিল
ভাইস প্রেসিডেন্ট
আওয়ামী লীগ

'নেতৃত্ব দেয়ার আগে মাঠের অবস্থা চিন্তা করতে হবে। মাঠের অবস্থান কার ভালো। এ ব্যাপারে নেত্রী তো খোঁজ-খবর নেন। আলাপ করেন'
ওবায়দুল কাদের
যুব বিষয়ক সম্পাদক
আওয়ামী লীগ

ছাত্রলীগকে ছয়মাস অপেক্ষা করতে হয়েছে। অবশেষে মাদারীপুরের পিচ্চি শামীমের নেতৃত্বে ছাত্রদলের একটি অংশের সহযোগিতায় ছাত্রলীগ এফ রহমান ও মুহসীন হল দখল করে নেয়। '৯৮ সালের ২৩ এপ্রিল ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতা পার্থ প্রতীম আচার্য নিহত হয়। মামলার ভয়ে ছাত্রদলের ক্যাডাররা হল ছেড়ে দিলে ছাত্রলীগ উত্তরপাড়ার হলগুলো দখল করে নেয়। ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য বিস্তার করে। শুরু হয় আদর্শহীন রাজনীতির চর্চা। '৯৮ সালের ২২ অক্টোবর ছাত্রলীগের সম্মেলনে বাহাদুর বেপারীকে সভাপতি ও অজয় কর খোকনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়। অনেকে অভিযোগ করেন, এমন সুসময়েও তারা ছাত্রলীগকে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে পারেনি। বর্তমান ১৬টি জেলায় সাত বছর ধরে ছাত্রলীগের কমিটি নেই। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে মূলত সংগঠন গড়ার চেয়ে ক্যাম্পাসে মিছিল মিটিংয়ের মধ্যে সংগঠনকে সীমাবদ্ধ রেখেছে। নিজেদের আখের গোছাতেই ব্যস্ত রয়েছে। ১ অক্টোবরের নির্বাচনের পর ছাত্রলীগে নেমে আসে দুঃসময়। নির্বাচনের ফলাফল আঁচ করতে পেরেই হলগুলো থেকে ছাত্রলীগ ক্যাডাররা বেরিয়ে আসে। বিনা বাধায় হলগুলো দখল নেয় ছাত্রদলের ক্যাডাররা। এ সময় নেতা-কর্মীদের পাশে না দাঁড়িয়ে গা ঢাকা দেয় দলের সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন। ন্যূনতম ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয় সভাপতি বাহাদুর বেপারী। সারা দেশে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের ওপর চলে নির্যাতন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কোনো দিক নির্দেশনা না পেয়ে নেতা-কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে আসে। ছাত্রলীগের হিসেব অনুসারে সারা দেশে এখন ছাত্রলীগের সাড়ে সাত হাজার নেতা-কর্মী জেলে।

দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করে সুধাসদন থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে কেন্দ্রীয় নেতারা বের হয়ে আসছিলেন, তখন ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত পাঁচ মাসে সারা দেশে চল্লিশ জন ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। অর্ধ শতাব্দীর ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির এখন তথৈবচ অবস্থা। এ কারণে গত মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় জাতীয় সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সম্মেলনের পূর্বে জেলা ও উপজেলা কমিটিগুলোর সম্মেলন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তবে গত এক মাসেও কোনো জেলা কমিটির সম্মেলন করা হয়নি। সম্মেলন হয়নি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মহানগর কমিটির। জেলাগুলোর সম্মেলন কেন করা হয়নি? এ প্রশ্নের জবাবে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক অজয় কর খোকন ২০০০ বলেন, আমাদের সম্মেলনের আগেই জেলা সম্মেলন করার কথা ছিল। ঈদের পর অনেকগুলো জেলা সম্মেলনের তারিখও নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রেপ্তারের কারণে সম্ভব হয়নি। আপনারা সাড়ে তিন বছর ছাত্রলীগের দায়িত্বে ছিলেন, অধিকাংশ জেলা সম্মেলন কেন করেননি? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আসলে ঢালাওভাবে আমাদের দোষ দেয়া ঠিক নয়। ৮১টি সাংগঠনিক জেলা কমিটি জেলার মধ্যে আমরা ৪০টি জেলায় সম্মেলন করেছি। এ

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মোহনগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা খুন

গত ২০ মার্চ নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে স্থানীয় আওয়ামী লীগ সারাদেশব্যাপী তাদের নেতা-কর্মীদের ওপর নির্যাতন বন্ধের দাবিতে এক প্রতিবাদ সভার আয়োজন করে। আওয়ামী লীগের সমাবেশ শেষ হওয়ার পর উপজেলা বিএনপি পাল্টা সমাবেশ করলে শহরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঐ দিন রাতে ছাত্রলীগ পৌর কমিটির সহ-সভাপতি বাক্কি খাঁন (২৫) শহরের পোদ্দার পট্টির একটি স্বর্ণের দোকানে তার সহযোগীদের নিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন, এ অবস্থায় ছাত্রদলের লিয়ন ও ফরিদ তার ওপর হামলা চালায়। এ সময়ে বাক্কি ও তার সহযোগীদের নিয়ে এদের ওপর হামলা চালায়। এতে লিয়ন ও ফরিদ আহত হয়। এখবর শহরে ছড়িয়ে পড়লে ছাত্রদলের ক্যাডার নাসিরউদ্দিন ইকবালের নেতৃত্বে একদল ছাত্রদল সন্ত্রাসী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাক্কির ওপরে হামলা চালায়। রামদাসহ ধারাল অস্ত্র দিয়ে তার শরীরের নানা স্থানে আঘাত করে। গুরুতর আহত বাক্কিকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সে ঐ রাতেই মারা যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের নির্বাচিত এলাকায় মোহনগঞ্জে অস্ত্রের এখন ছড়াছড়ি। চলছে সরকারি সমর্থক সন্ত্রাসীদের সশস্ত্র মহড়া। নীরব প্রশাসন, নীরব স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। ছাত্রলীগ নেতার নিহত হবার পর মোহনগঞ্জে এখন চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

ছাত্রলীগের সম্ভাব্য সভাপতি লিয়াকত শিকদার ও সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবু

কথা ঠিক, কিছু জেলায় আমাদের পক্ষে সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। দল তখন ক্ষমতায় থাকার কারণে জটিলতা তৈরি হয়েছে। আওয়ামী লীগের মন্ত্রীরা তাদের নিজের এলাকায় ছাত্রলীগের সম্মেলনে নাক গলিয়েছে। নিজস্ব লোক নেতৃত্বে নিয়ে আসতে চেয়েছে। এ ধরনের গ্রুপিং-এর কারণে সম্মেলনের তারিখ নির্ধারণ করেও সম্মেলন করা সম্ভব হয়নি। ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ২০০০কে বলেছেন, সরকার সম্মেলন করতে না দেয়ার জন্য ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের উপর দমন-নিপীড়ন শুরু করেছে। গ্রেফতার করছে ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের। ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করছেন সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আমিনুল ইসলাম। তিনি ২০০০কে বলেন, সম্মেলনের প্রস্তুতি প্রায় চূড়ান্ত। ইতিমধ্যে আমাদের মাঠের অনুমোদন নেয়া হয়েছে। অতিথিদের কার্ড দেয়া হচ্ছে। আমরা আশা করছি জেলাগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ ছাত্রলীগ নেতা-কর্মী সম্মেলনে আসবে। জেলা কমিটিগুলোর সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। আশা করি পল্টনে বিশাল সমাবেশ হবে। ছাত্রলীগের কমিটি কি এবারও নেত্রী গঠন করবেন, না গঠনতন্ত্র অনুসারে হবে? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ছাত্রলীগের ইতিহাসে কখনও কমিটি নির্বাচন করে হয়নি। আওয়ামী লীগ নেত্রী কমিটি গঠন করেছেন। নেত্রী কি কমিটি প্রসঙ্গে আপনার কাছে জানতে চেয়েছেন? এ ব্যাপারে তিনি বলেন, সম্মেলন নিয়ে নেত্রীর সঙ্গে আমার কয়েকবার আলোচনা হয়েছে। তিনি সাংগঠনিক অবস্থা জানতে চেয়েছেন। আমি আশা করি তিনি সব দিক বিবেচনা করেই কমিটি গঠন করবেন। শুধু ভালো ছাত্র নয়, সংগঠন করার দক্ষতা রয়েছে এমন কাউকে তিনি নেতৃত্বে নিয়ে আসবেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় সম্মেলনের দিন শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ পোস্টের দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা হবে। সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিটিও ঘোষণা করা হবে না। সম্মেলন না হওয়ায় ঢাকা মহানগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা-কর্মীদের মধ্যে হতাশা বিরাজ করছে। কারণ তারা কেন্দ্রীয় কমিটি কিভাবে মূল্যায়িত হবে বুঝতে পারছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন কেন করা সম্ভব হল না? এ প্রশ্নের জবাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক একেএম আজিম বলেন, আমাদের কর্মীরা হলে থাকতে পারছে না। এ কারণে হলগুলোতে সম্মেলন করা সম্ভব হচ্ছে না। হলগুলোতে সম্মেলন করা না গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মেলন করা সম্ভব নয়।

সম্মেলন : চলছে গ্রুপিং-লবিং

ছাত্রলীগের রাজনীতিতে আঞ্চলিকতার প্রাধান্য সব সময় থেকেছে। কমিটি গঠনের সময় বৃহত্তর ফরিদপুর, বরিশাল, থার্ড ওয়ার্ল্ড নামে পরিচিত অন্যান্য জেলাগুলোর নেতৃত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। বিশেষ করে কেন্দ্রীয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক তিনটি গ্রুপের সমন্বয় করে করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রধান্য পায় আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রুপিং-লবিং।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল জলিল, আমির হোসেন আমু, আব্দুল মান্নান, ওবায়দুল কাদের, সাবের হোসেন চৌধুরী, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া সুধাসদন কেন্দ্রিক সম্প্রতি গড়ে ওঠা একটি গ্রুপ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীম, বাহাউদ্দিন নাসিম, আওলাদ হোসেন, আবু আওয়াল শামীম তৎপর ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে। গ্রুপিংয়ে নিজেদের প্রিয়ভাজন ছাত্রনেতাকে ভালো পোস্ট পাইয়ে দিতে তারাও ছড়িয়ে পড়েছে লবিংয়ে। অনেকেই তাদের মাধ্যমে নেত্রীর কাছে সুপারিশ করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তবে ছাত্রলীগ সম্মেলনে দেখাশোনার দায়িত্ব শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কমিটি যুব বিষয়ক সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরকে দিয়েছেন। কমিটি গঠনে তার থাকছে বিশেষ ভূমিকা। ছাত্রলীগের সম্মেলন প্রসঙ্গে তিনি ২০০০ বলেছেন, ছাত্রলীগ এক বৈরী পরিবেশের মধ্য দিয়ে সময় অতিবাহিত করছে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে নির্যাতন। এমন সময় সম্মেলন করা কষ্টসাধ্য। তবে এমন দুঃসময় ছাত্রলীগের ইতিহাসে অনেকবার এসেছে। ছাত্রলীগ তা কাটিয়েও উঠেছে। ছাত্রলীগের কার্যনির্বাহী কমিটি এখন সেশনজটে পড়েছে। ফলে সংগঠনিক কার্যক্রমে স্থবিরতা চলছে। সম্মেলনের মাধ্যমে সংগঠন গতিশীল হয়ে উঠবে। ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব গঠনতন্ত্র অনুযায়ী হবে। এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমাদের গঠনতন্ত্রে সবকিছু বিস্তারিত রয়েছে। তবে গঠনতন্ত্র সব সময় ফলো করা হয় না। সম্মেলনে কাউন্সিল হবে। কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব নিয়ে অবশ্যই আলোচনা হবে। আপনি নাকি আপনার প্রিয়ভাজন একজন ছাত্রনেতাকে ছাত্রলীগের মূল নেতৃত্বে নিয়ে আসছেন? একটু বিব্রত হয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, ছাত্রলীগের সব নেতা-কর্মী আমার প্রিয়ভাজন, সহযোদ্ধা। নেতৃত্ব দেয়ার আগে মাঠের অবস্থা চিন্তা করতে হবে। মাঠের

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র

যে ধারাগুলো কখনই মানা হয় না

৫ (ক) অনূর্ধ্ব ২৭ বছর বয়সী বাংলাদেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাথমিক সদস্য হতে পারে। প্রতি শিক্ষা বছরের সদস্য পত্র নবায়ন করা বাঞ্ছনীয়।

১১ (খ) জাতীয় কার্যকরী সংসদের কার্যকাল এক বছর। জাতীয় কার্যকরী সংসদ উপরোক্ত সময়ের মধ্যে নব নির্বাচিত কর্মকর্তাদের কাছে দায়িত্বভার বুঝিয়ে দেবেন।

১৫ (ঙ) প্রতি দুই মাসে অন্তত একবার জাতীয় কার্যকরী সংসদের সভা হবে। অন্যান্য সমস্ত নিম্নতম শাখাগুলোতে এক মাসে একবার কার্যকরী সভা বসে।

২০ (খ) বিষয় নির্ধারণী কমিটি সভা সংগঠনের পরবর্তী বছরের জন্য জাতীয় কার্যকরী সংসদের একটি খসড়া প্যানেল তৈরি করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলরবৃন্দের সমীপে পেশ করবে। উক্ত প্যানেল যদি কাউন্সিলর কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় তবে সভাপতি জাতীয় কার্যকরী সংসদের অনুমতিক্রমে কেবলমাত্র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য গোপন ব্যালটে ভোটের আহ্বান করেন। এ ক্ষেত্রে কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ জাতীয় পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হবে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কাউন্সিলরবৃন্দের সমীপে পেশ করতে হবে। নির্বাচনী অধিবেশনে কেবল কাউন্সিলররাই উপস্থিত থাকতে পারবেন।

২৫ (গ) যথাযোগ্য রশিদ ব্যতিরেকে কেউই ছাত্রলীগের জন্য তহবিল সংগ্রহ করতে পারবেন না।

২৫ (গ) বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কোনো সদস্য সংগঠনের স্বার্থে কারারুদ্ধ হলে, সাজাপ্রাপ্ত হলে, শহীদ হলে বা পঙ্গু হলে তার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের জন্য ফান্ড গঠন করবেন। তার ও পরিবারকে ঐ ফান্ড থেকে সাহায্য করবেন।

অবস্থান কার ভালো। এ ব্যাপারে নেত্রী তো খোঁজ-খবর নেন। আলাপ করেন। নেত্রীর সঙ্গে তো নতুন নেতৃত্ব নিয়ে আপনার আলাপ হয়েছে? এ ব্যাপারে তিনি বলেন, নেত্রীর সঙ্গে তো আমার প্রায়ই আলাপ হয়। নেত্রী খোঁজ-খবর নেন। তবে ছাত্রলীগ কমিটিতে কাকে নিয়ে আসবেন, এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে নেত্রীর আলোচনা হয়নি। হয়তো তিনি জানতেও চাইতে পারেন। ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য জোরালো তৎপরতা চালাচ্ছেন কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত শিকদার, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, আশরাফুল আজিম রুবন, আনিসুর রহমান খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক, নজরুল ইসলাম বাবু, আব্দুল ওয়াদুদ খোকন, গাজী মেজবাহ আলম ছাচ্চু, বলরাম পোদ্দার, কাজী এবাদত, গোলাম সারোয়ার টুকু, একেএম আজীম। মাঠ পর্যায়ের আলোচনায় দেখা গেছে লিয়াকত শিকদারের ভিত বেশ ভালো। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা সংগঠনিক দক্ষতা ও বর্তমান প্রেক্ষাপটের কথা চিন্তা করেই সভাপতি পদে তার বিষয়ে ভাবছেন। এছাড়া ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে তার সখ্য ও বৃহত্তর ফরিদপুরে বাড়ি হওয়ায় প্রতিযোগিতার দৌড়ে লিয়াকত শিকদার অন্যান্যদের তুলনায় এগিয়ে গেছেন। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নজরুল ইসলাম বাবুর নামকে নেত্রীর কাছে বিভিন্ন মহল থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। নজরুল ইসলাম বাবুর ছাত্র রাজনৈতিক উত্থান জগন্নাথ কলেজ থেকে। গত কমিটিতে তিনি ঢাকা মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন। এ কমিটিতে তিনি আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক। ঢাকা শহরের বিভিন্ন গ্রুপের সঙ্গে তার রয়েছে ভালো সম্পর্ক। ছাত্রলীগকে সরকারি দলের নির্যাতনের হাত থেকে প্রতিরোধ করতে তার কথা বিশেষভাবে ভাবা হচ্ছে। তবে সংগঠনে তাকে নিয়ে অনেকেরই বিরূপ মনোভাব আছে। আওয়ামী লীগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদুল জলিল, সাবের হোসেন চৌধুরী তার হয়ে লবিং করছেন বলে জানা গেছে। তবে আব্দুল জলিল ২০০০-এর কাছে এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি ২০০০কে বলেন, ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠন। আমি চাই ছাত্রলীগ সম্মেলনের মাধ্যমে গতিশীল হোক। ভালো নেতৃত্ব আসুক। তবে আমার লোককে সাধারণ সম্পাদক করার চেষ্টা করছি এ অভিযোগ ঠিক নয়। ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীমও গ্রুপিংয়ে জড়িয়ে থাকার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচার সম্পাদক রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল এখন জেলে।

ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা আব্দুল জলিল, আমির হোসেন আমু, আব্দুল মান্নান, ওবায়দুল কাদের, সাবের হোসেন চৌধুরী, মোস্তফা জালাল মহিউদ্দিন বিশেষ ভূমিকা রাখছেন। এছাড়া সুধাসদন কেন্দ্রিক সম্প্রতি গড়ে ওঠা একটি গ্রুপ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি এনামুল হক শামীম, বাহাউদ্দিন নাসিম, আওলাদ হোসেন, আবু আওয়াল শামীম তৎপর ছাত্রলীগের কমিটি নিয়ে

তার বাড়ি শরীয়তপুর। আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য আব্দুর রাজ্জাক, ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে রয়েছে তার বেশ সখ্য। সে কারণে রাজনীতিতে তাকে নিয়ে তদবির চলছে। গাজী মেজবাহ আলম ছাচ্চু, কাজি এবাদত, আশরাফুল আজিম রুবন, খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাকের ভিতও বেশ শক্ত। সাংগঠনিক দক্ষতা ও মেধাবী ছাত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জাকির হোসেন মারুফের ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পরিচিতি রয়েছে। বিরোধী দলীয় নেত্রীর প্রেস সচিব সাবের হোসেন চৌধুরীর সঙ্গেও তার বেশ ভালো সম্পর্ক আছে। তিনি আমরা ক'জন মুজিব সেনার সদস্য সমন্বয়কারী। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা মেধাবী ছাত্র হিসেবে গত কমিটিতে বাহাদুর বেপারীকে সভাপতি করেছিলেন। একই কারণে বিরোধী দলের নেত্রী জাকির হোসেন মারুফকে সামনে নিয়ে আসতে পারেন বলে অনেকে মত পোষণ করেছেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে মৃধা মোঃ শাহজাহান ইসলাম কচির রয়েছে বেশ ভালো পরিচিতি। তিনিও ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় কমিটিতে ভালো অবস্থান পেতে পারেন। সুস্থধারার ছাত্রনেতা হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। মৃধা মোঃ শাহাজাহান ইসলাম কচি আগামী সম্মেলনের মাধ্যমে গতিশীল একটি নেতৃত্ব আশা করছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সভাপতি হিসেবে তার নাম আলোচনায় আছে। ছাত্রলীগের রাজনীতিতে বেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন ভাইস প্রেসিডেন্ট সুজিত রায় নন্দি, দপ্তর সম্পাদক খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, সমাজ সেবা সম্পাদক শাহ মোস্তাক আলমগীর, আব্দুল মতিন, অর্থ সম্পাদক মাযহার আনাম, প্রশান্ত বড়ুয়া, মিহির ঘোষাল, সাইফুজ্জামান শিখর, নাজমুল হাসান অনিক, জাকির হোসেন মারুফ, ওহিদুজ্জামান টিপু, শাহজাহান ইসলাম কচি, মোর্শেদুজ্জামান সেলিম, সালাউদ্দিন মাহমুদ, ইকবাল হোসেন ভূঁইয়া, মাহফুজুর রহমান, এইচ এম মাসুদ দুলাল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক সম্পাদক দোলোয়ার হোসেন, জসীম উদ্‌দীন হলের সভাপতি জয়নাল আবেদীন, এফএইচ হলের সেক্রেটারি ইলিয়াস হোসেন, সূর্যসেন হলের সভাপতি মনির হোসেন, জগন্নাথ হলের নির্বাচিত সভাপতি পঙ্কজ সাহা, এসএম হলের সভাপতি রেজাউল ইসলাম রেজা, এফএইচ হলের সভাপতি সাইফুল নবী সাগর, হেমায়েত উদ্দিন খান হিমু, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি জুয়েল, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মেহেদী জামিল। ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি এম সাইফুল্লাহ সাইফুল, ইউকসুর এজিএস এবিএম উল্লাস কেন্দ্রীয় কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে আসতে পারেন। নতুন নেতৃত্ব প্রসঙ্গে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রকাশনা সম্পাদক সাইফুদ্দিন নাসির ২০০০কে বলেন, আগামীতে আমি চাই সংগঠনিক দক্ষতা, সম্পূর্ণ মেধাবী নেতৃত্ব। এ নেতৃত্ব শেখ হাসিনার নেতৃত্বের আন্দোলনকে আরো গতিশীল করবে। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারবে। ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-আন্তর্জাতিক সম্পাদক খান মঈনুল ইসলাম মোস্তাক ২০০০কে বলেন, বর্তমান ছাত্রলীগের দুঃসময় চলছে। আমি আশা করি আওয়ামী লীগ নেত্রী সঠিক নেতৃত্ব খুঁজে বের করবেন। সম্মেলনের মাধ্যমে ছাত্রলীগ গতিশীল হয়ে উঠবে।

ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির মেয়াদ শেষ হয়েছে আড়াই বছর পূর্বে। বর্তমান কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছেন। সংগঠনে এসেছে গতিহীনতা। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এখন তাকিয়ে আছেন আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার দিকে। অগণতান্ত্রিক হলেও তিনি নির্বাচিত করবেন ছাত্রলীগের নেতৃত্ব। মূলত তিনি দেখাতে পারেন যে কোনো চমক। কারণ এখনো পর্যন্ত আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ সব জায়গাতে শেখ হাসিনাই প্রথম এবং শেষ কথা।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**